



## 38334 - ডায়াবটেকিস রোগী রোযা রাখনে না

### প্রশ্ন

আমি ডায়াবটেকিস এর রোগী; প্রতিদিন দুইবার ইনসুলিন নতি বাধ্য। এ কারণে আমি রোযা রাখি না। নগদ অর্থ দিয়ে ফদিয়া পরিশোধ করি। যত পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমি ইফতার করি সত্বে পরিমাণ অর্থ প্রদান করি। এ পদ্ধতিতে ফদিয়া দয়া কি জায়গে হবে, অর্থাৎ নগদ অর্থ দিয়ে? আমি বিবাহিত নই বধিায় রেস্টুরেন্টে ইফতার করি। আমি এই ফদিয়া কতিনিজন বা ততোধিক মসিকীনরে মাঝে ভাগ করে দিতে পারব? কারণ ইফতার নেওয়ার মত কোন গরীব লোক আমি খুঁজে পাই না।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি যদি রোযা রাখার সক্ষমতা রাখেন তাহলে আপনার উপর রোযা রাখা ফরয; রোযা না রেখে ফদিয়া দয়া আপনার জন্য জায়গে হবে না। ইনসুলিন গ্রহণ করলে রোযা ভাঙবে না। আপনি রোযা রেখে ইনসুলিন গ্রহণ করতে পারেন। তাই আপনি যে দিনগুলোর রোযা রাখেন সেগুলোর কাযা আদায় করা আপনার উপর ফরয। 1319 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

আর যদি রোযা রাখলে আপনার স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হয় কিংবা রোযা রাখা আপনার জন্য খুবই কষ্টকর হয় কিংবা দিনরে বেলায় আপনার অন্যান্য ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন হয়; তাহলে আপনি রোযা না-রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি যদি ভবিষ্যতে আর কখনও রোযাগুলো কাযা পালন করার সক্ষমতা না রাখেন তখন আপনি প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য দিবেন।

নগদ অর্থ দিয়ে ফদিয়া আদায় করা জায়গে নয়। বরং খাদ্য দিয়ে ফদিয়া আদায় করা ফরয। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: অর্থ হচ্ছে- “আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফদিয়া দয়া তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪]

আপনার কর্তব্য হচ্ছে মসিকীনদের সন্ধান করা; যাত করে আপনার উপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব আপনি পালন করতে পারেন; কিংবা আপনি এমন কাউকে নগদ অর্থ দিতে পারেন যিনি খাদ্য কনি আপনাকে পক্ষ থেকে মসিকীনদের কাছে পৌঁছে দিবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।